মুজিবনগরে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে অভিভাবক সমাবেশ

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”“একটাই লক্ষ হতে হবে দক্ষ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে অভিভাবক সমাবেশ।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর আয়োজনে স্কুলের সেমিনার কক্ষে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শামিমুল কবির এর সভাপতিত্বে অভিভাবক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার একেএম মামুনুর রশিদ, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) শরিফুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন) নাজমুল হাসান, ইন্সট্রাক্টর (বাংলা) শামীম হোসেন, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সহ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মতবিনিময় সভায়, মুজিবনগরে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন, মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, তাদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে, সরকারের প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে আহ্বান করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন মাঠ পরিদর্শনে জেলা নেতৃবৃন্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। সম্মেলনের স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছেন আলমডাঙ্গা পৌর সভার এটিম মাঠ। আগামী ২০ ডিসেম্বর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

রবিবার এটিম মাঠ পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গায় জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়ার্দ্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আব্দুল হান্নান।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর সভার মেয়র হাসান কাদির গনু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক সহ উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

গত শুক্রবার বিকালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন এমপি উপস্থিতিতে উপজেলার আওয়ামীলীগের এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আব্দুর রশিদ মোল্লা কে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এদিকে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র জনাব হাসান কাদির গনুকে আহবায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ কমিটি গঠন করা হয়।

এর আগে ৫ ই নভেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগসহ ৬ টি ইউনিটের সম্মেলনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্য ইউনিটগুলো হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগ, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগ ও জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগ।

জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা শেষে সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউজে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দদের সাথে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দআলোচনায় বসেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ’র

সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি’র সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বি.এম মোজাম্মেল হক,এস এম কামাল হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এ্যাড.আমিরুল আলম মিলন এমপি, পারভীন জামান কল্পনা, অ্যাড.গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা এমপি, চুয়াডাঙ্গা সহ-সভাপতি আলী আজগার টগর এমপি, সাধারন সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমগীর হান্নান, উপজেলা ও পৌর আওয়ামীলীগ’র সভাপতি-সাধারন সম্পাদক’র সাথে আলোচনা শেষে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ’র সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজ্জাম্মেল হক সম্মেলন এর তারিখ ঘোষনা করেন।

জরুরী আলোচনা সভা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আগামী ২৫ জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন, ২০ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন,২১ ডিসেম্বর জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগ’র সম্মেলন,২৮ ডিসেম্বর দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগ’র সম্মেলন ও ৬ জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের এবং আগামী ৭ জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ঝিনাইদহে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে রোববার সকালে শহরের প্রেরণা একাত্তর চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসন ও পরে পুলিশ বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। সেখান থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে জেলা

প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সালমা সেলিম’র এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সচিব রেজাই রাফিন সরকার, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ।
পরে দিবসটি উপলক্ষে কবিত আবৃতি, প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশে নিন্দা ও সঠিক সংবাদ প্রকাশের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় বিশিষ্ট চাল ব্যবসায়ী অশোক কুমার সাহার বিরুদ্ধে অসত্য সংবাদ প্রকাশে নিন্দা ও সঠিক সংবাদ প্রকাশের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে। শনিবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গায় উপস্থিত সাংবাদিকদের নিকট তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে পঠিত বক্তব্যে বলেন, তিনি দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে সুনামের সাথে চাল সরবরাহ ও মজুদ ব্যবসা করে আসছেন। দীর্ঘ ব্যবসায়িক জীবনে আমার কিছু শত্রু-মিত্র আছে।

গত ৩০ নভেম্বরসহ বেশ কয়েক দিন ধরে সিরাজগঞ্জের বিশিষ্ট খাদ্য ঠিকাদার রাহাত উদ্দীনসহ কয়েক জন ব্যক্তির নিকট থেকে চাল ক্রয় করে আমার আলমডাঙ্গাস্থ গোডাউনে সংরক্ষণ করি (যার সকল ডক্যুমেন্ট আছে)।

পরবর্তিতে গত ১০ ডিসেম্বর দুপুরে ওই চাল ট্রাকে লোড দেওয়ার সময়

কতিপয় যুবক সেখানে উপস্থিত হয়। তারা নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ছবি তোলেন ও ভিডিও করেন। পরে আর্থিক সুবিধা দাবি করে। ওই সুবিধা না দিলে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশসহ ভিডিও ফেসবুকে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। এমতাবস্থায়, আমি পরিচিত ব্যবসায়ীদের খবর দিই। অন্যান্য কয়েকজন ব্যবসায়ী ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সাংবাদিক পরিচয় দেওয়া যুবকরা সটকে পড়ে।

এ ঘটনায় তারা বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করছে। নিয়মমাফিক আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে খাদ্য গুদামের বরাদ্ধকৃত চাল ও বস্তা নিয়েও বিভ্রান্ত সৃষ্টির অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। যা আমাদের দীর্ঘ বছরের ব্যবসায়িক সুনাম ক্ষুণ্ণ করছে। সে কারণে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে এ সংক্রান্ত সঠিক সংবাদ প্রকাশের দাবি জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গায় ৩ সন্তানের জননীর আত্মহত্যা

আলমডাঙ্গার শ্রীরামপুর গ্রামের পারিবারিক কলহের জেরধরে ৩ সন্তানের জননী গলায় উড়না পেছিয়ে আত্মহত্যা করেছে। শনিবার দুপুরে স্বামীর উপর অভিমান করে ৩ সন্তানের জননী আলোকা খাতুন নিজ ঘরের ফ্যানের সাথে উড়না দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

জানাগেছে, উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের আলী হোসেনের স্ত্রী ৩ সন্তানের জননী আলোকা খাতুন (৩৫) পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়।

এরই জেরধরে গতকাল শনিবার দুপুরে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে উড়না উড়না পেছিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরে আলোকা খাতুনের শাশুড়ি টের পেয়ে চিৎকার করলে প্রতিবেশিরা ছুটে এসে উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরে তার মৃত্যু হয়।

পরে আলী হোসেনের ভাগ্নে লিপু আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু দায়ের করেছে।

টানা ভারী বর্ষণে আলুচাষীদের মাথায় হাত: ঋণ নিয়ে আতঙ্কে চাষীরা

অসময়ে টানা ভারী বর্ষণে স্বপ্ন ভঙ্গে গেছে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ও তিতুদহ ইউনিয়নের আলুচাষীদের। তাদের চোখে এখন বিষাদের পানি। তিন দিনের টানা বৃষ্টিতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উপজেলার আলু চাষীরা এখন বিপদগ্রস্থ। ভারি বর্ষনে ভেঙ্গে গেছে তাদের স্বপ্ন।

চাষিরা বলছেন, গত এক সপ্তাহের মধ্যে যারা আলুর বীজ রোপণ করেছিলেন, তারা বেশি ক্ষতির আশঙ্কায় রয়েছেন। ফলে আলুচাষীরা মহাজনদের ঋণ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার বেশিরভাগ জমি বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে। বৃষ্টির সময় কৃষকরা আলু রোপণের জমি থেকে সেচের মাধ্যমে জমির পানি নিষ্কাশন করেছে। তবে বেশির ভাগ জমির আলু পচে গেছে।

তিতুদহ ইউনিয়নের ছোটশলুয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মৃত: খেদের আলীর ছেলে আলু চাষী মিলন হোসেন বলেন, এবার আমি ৬৯ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে আলুর বীজ লাগিয়েছি। সার, শ্রমিক ও জমি বর্গা চাষ খরচসহ প্রায় ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বৃষ্টির পানিতে আমার সব জমিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় প্রায় ৯৫ ভাগ জমির আলু বীজ পচে নষ্ট হয়ে গেছে। লাভের আশায় লোন করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে টাকা ধার এনে আলু চাষ করেছিলাম, কিন্তু বৃষ্টি আমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল।

তিতুদহ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বর লিটন বলেন, সারা দেশের ন্যায় তিতুদহ ও বেগমপুর ইউনিয়নে টানা তিনদিনের ভারি বর্ষনে

চাষী মিলনের মত শত শত আলুচাষীর জমিতে আলুর বীজ পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এতে বিশেষ করে আলুচাষীরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আলুচাষে একদিকে মহাজনদের ঋণ, অন্যদিকে স্বজনদের কাছে ধারের টাকা নিয়ে চাষীরা রয়েছে চরম বিপাকে।

তিতুদহ ইউনিয়নের কৃষি কর্মকর্তা নিয়ামত আলী জানান, ‘নিম্নচাপ এবং অসময়ে বৃষ্টির কারণে এলাকার আলু চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। যেসব জমিতে সপ্তাহখানের মধ্যে বীজ লাগিয়েছে তাদের ক্ষতির পরিমান বেশি। তাছাড়া তাৎক্ষনিক সমাধানে আমরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছি।

দর্শনার দুধপাতিলায় বৈকালীক আখচাষে “উঠান বৈঠক” অনুষ্ঠিত

দর্শনার দুধপাতিলায় বৈকালীক আখচাষে “উঠান বৈঠক” অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামের চৌরাস্তা মোড় বটততলায় চাষিদের সঙ্গে আখ চাষ “উঠান বৈঠক” অনুষ্ঠিত হয়।

মিলস্ গেট (পূর্ব) সাবজোনের ১০নং ইউনিটের আয়োজনে দুধপাতিলা গ্রামে চাষিদের সঙ্গে চাষিদের আখ চাষে উৎসাহিত করতে “উঠান বৈঠকে” আলোচনা করেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের চাষি বান্ধব ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

তিনি বলেন, এচিনিকলটিকে কেন্দ্র করে এলাকার চাষিরা একসময় ব্যাপক আখচাষ করতো। বর্তমান বিভিন্ন কারণে আখ চাষ কমে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন আখের অভাবে জেলার ঐতিহ্যবাহি চিনিশিল্প এবং একমাত্র অর্থনৈতিক চালিকা শাক্তির প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে করে এলাকার অনেক মানুষ বেকারত্ব সহ থেমে যাবে অর্থনীতির চাকা। তাই প্রতিষ্ঠনটিকে বাঁচাতে এলাকাবাসিকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চাষিদেরকে অন্য আবাদের পাশাপাশি কম,বেশি আখ চাষ করত হবে।

কেরুজ চিনিশিল্পকে লাভজনকে পরিণত করতে যোগদানের পর থেকে আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষে কেরুজ মিল জোন এলাকায় ছুটছেন চাষিদের

দ্বারে,দ্বারে। তেমনি প্রতিদিন কোন না কোন এলাকার চাষিদের সঙ্গে উঠান বৈঠক সহ সোজন্য মূলক আলোচনায় বসছেন।
এসময় উপস্থিত থেকে আরো আলোচনা করেন, সদরদপ্তর হতে আগত অতিথি শহীদ উল্লাহ খান সহ কৃষি বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেহেরপুরে সুর সাধনার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজিত

মেহেরপুরে সুর সাধনার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজিত হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা ৭ টার সময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

সুর সাধনা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি এবং সরকারী মহিলা কলেজ অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে, সাংবাদিক ও গবেষক মোঃ আতাউর রহমানের সঞ্চলনায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক,পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, অধ্যাপক মোঃ নুরুল আহমেদ সহ অনেকই।

সুর সাধনা সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পী সদস্য, ফিরোজ আহমেদ, মোছাঃ সন্ধ্যা, হাবিবা পারভীন রনি সহ অন্যান্য শিল্পীরা গান প্রিয় দর্শকদের মাঝে একে একে ঐতিহ্যবাহী গান পরিবেশন করে তাদের মুগ্ধ করে তোলে।

মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিনারুল ইসলাম আর নেই

দীর্ঘ এক বছরেরও অধিক সময় ধরে মারণব্যাধী ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে অবশেষে হেরে গেলেন মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিনারুল ইসলাম (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। শনিবার বিকেল ৩ টায় গেদে চেকপোস্টে তিনি মৃত্যু বরন করন। মিনারুল ইসলাম মোনাখালী গ্রামের মোঃ জাফর আলির বড় ছেলে।

ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রায় এক বছর ধরে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন ঢাকার আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে। গত কয়েক মাস যাবত শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হলে সেখানকার কর্তব্যরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা চিকিৎসার সফলতার আশা না দেখে রোগী যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

মাত্র এক দিনের ব্যবধানে শনিবার বিকেল ৩ টায় গেদে চেকপোস্টের সন্নিকটে পৌঁছাতেই তিনি মৃত্যু বরন করন। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র সন্তানসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মিনারুল ইসলামের দেহ দেশে নেওয়ার জন্য আইনি প্রক্রিয়াগুলো সমাধা করার চেষ্টা চলছিল। সব কিছু ঠিক থাকলে আজ লাশ দেশে পৌঁছাতে পারে।

মিনারুল ইসলামের মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় তার সহকর্মী শিক্ষার্থীসহ সকলেই। জানা যায় মিনারুল ইসলাম মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালিন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার মেধা, শ্রম, আত্মনিবেদন তাকে চিরঞ্জিব করে রাখবে। তার মৃত্যুতে শিক্ষক পরিবারসহ বিভিন্ন মহল শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে।

কেরুজ চিনিকলের মাড়াই মরসুম উপলক্ষে বয়লারে স্লো-ফায়ারিং ও দোয়া অনুষ্ঠিত

কেরুজ চিনিকলে ২০২১-২২ মরসুমে আখ মাড়াই উপলক্ষে স্লো-ফায়ারিং করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে মিল হাউজের বয়লার বিভাগে স্লো- ফায়ারিং উপলক্ষে এক আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও আলোচনা শেষে বয়লারে ২০২১-২২ মাড়াই মরসুমের অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে স্লো-ফায়ারিং করা হয়েছে।

দোয়া অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, মহা-ব্যবস্থাপক (অর্থ) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মোঃ সাহাব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগ-দেলোয়ার হোসেন, মহা-ব্যবস্থাপক (কৃষি) গিয়াস উদ্দিন, মহা- ব্যবস্থাপক (ফার্ম) সুমন কুমার বিশ্বাস, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন সহ কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ শ্রমিক-কর্মচারীরা।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন, কেরুজ জামে মসজিদের পেশ ঈমাম মাও. শামসুজ্জোহা। দোয়া শেষে বয়লারে অগ্নিসংযোগের উদ্বোধন করেন, মসজিদের মুয়াজ্জিম নেছার উদ্দিন।

১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চুয়াডাঙ্গা জজেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় অবস্থিত এশিয়া মমহাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও দেশের একমাত্র ভারী চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোং (বাং) লিঃ। এ চিনিকল আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলিটির যেন সারা গায়ে ঘায়ে পরিণত। ফি বছর এ মিল থেকে সরকার কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করলেও যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছিলো উদাসীন। কেরুজ চিনিকলটি আধুনিকায়ন করণে মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ও এলাকাবাসীর কাংঙ্খিত দাবি বারবার হয়েছে উপেক্ষিত। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর মহতী উদ্যোগে মিলটিকে আধুনিকায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় থেকে সাড়ে ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তীতে আধুনিকায়ন কাজের জন্য ডিষ্টিলারী সহ বিভিন্ন উন্নয়নে

মোট ১০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। তারই অপ্রাণ প্রচেষ্টায় মিলটি আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কচ্ছপ গতিতে কাজ চলায় দীর্ঘ ৯ বছর অতিবাহিত হলেও পূরোপুরি আধুনিকায়নে রুপ নিতে পারেনি।

এদিকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটি প্রতি বছরেই পুরোনো যন্ত্রাংশ জোড়াতালি ও ঝালাই-মেরামত করে আখমাড়াই কার্যক্রম শুরু করতে হয়। যার ফলে শুরু থেকেই নানা রকম সমস্যার মোকাবেলার মধ্যদিয়ে টেনেহেঁচড়ে মাড়াই মরসুম শেষ করতে হয়। ফলে লোকসান গুনতে হয় কোটি কোটি টাকা।

বর্তমানে আধুনিকায়নে বয়লিং, কেইন কেরিয়ার ও মিলহাউজের কাজ চলছে। এরমধ্যে কিছু কাজ সম্পন্ন হলেও বেশির ভাগ কাজ অসম্পন্ন থাকায় আরও মিলটি সম্পন্ন আধুনিকায়নে আরও কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানাগেছে।
এ মরসুমে লোকসান কাটিয়ে মুনাফা অর্জনের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে নানামুখি পদক্ষেপ। আখচাষিদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি, শ্রমিক-কর্মচারীদের দিকেই খেয়াল রাখা হচ্ছে।

তবে বর্তমানে সদ্য যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন তিনি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে যোগদানের পর থেকে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিশিল্পকে লাভজনকে পরিণত করতে যোগদানের পর থেকে আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষে কেরুজ মিল জোন এলাকায় ছুটছেন চাষিদের দ্বারে,দ্বারে। তেমনি প্রতিদিন কোন না কোন এলাকার চাষিদের সঙ্গে উঠান বৈঠক সহ সোজন্য মূলক আলোচনায় বসছেন। তিনার এমন উদ্দ্যগে এলাকার চাষিরা আখ চাষ করার কথা ব্যাক্ত করেছেন। সেই সাথে ২০২১-২২ মাড়াই মরসুমে প্রতিষ্ঠানটিকে কোন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে পড়তে না হয় সেদিক লখ্য রাখছেন।
সেই সাথে মাড়াই মরসুম সফল করতে ওয়াটারট্রাই সম্পন্ন সহ মিল হাউজ ও কেইন কেরিয়ার ট্রাইল দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে ছোটখাটো ত্রুটির সন্ধান মিললে তা সারিয়ে নেয়া হবে। চলতি মাড়াই মৌসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৯ হাজার ৬২৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলো। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে

আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। চলতি মাড়াই মৌসুমে কেরু চিনিকল ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৯ হাজার ৬২৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলো। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে।

কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, ২০২১-২২ মাড়াই মরসুম বড় ধরনের কোন যান্ত্রিক সমস্যার সম্মূখীন হতে না হয় সেজন্য সকল যন্ত্রাংশ ট্রাইল দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি কোন সমস্য আছে কিনা সেটিও দেখা হচ্ছে। তবে মিলটি মাড়াই মরসুম সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে সকল ধরনের প্রস্তুত নেওয়া হয়েছে।

আশা রাখি সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে মাড়াই মরসুম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে সকলের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হবে।

তবে চিনি উৎপাদনের একমাত্র কাচামাল হচ্ছে আখ। তিনি এতদ্বা অঞ্চলের চাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও বলেছেন, দেশের ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কেরুজ চিনিকলকে রক্ষা করতে বেশি বেশি করে আখ চাষের কোনো বিকল্প নেই।